RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১, কোচবিহার, শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি - ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 1, Cooch Behar, Friday, 10 January - 23 January, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

ফের জোড়া খুন কোচবিহারে, রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের জোড়া খুনের ঘটনা ঘটল কোচবিহারে। এবারে কোচবিহারের ভেটাগুড়ি থেকে জোড়া দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে শাসক দলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের। সব মিলিয়ে ওই জোড়া খুন নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ওই দুজনের নাম হাসানুর রহমান (৩৫) ও আইসার মিয়া (৫৫)। যদিও পরিবারের দাবি, হাসানুর ও আইসার দু'জনেই একাধিক মামলায় অভিযুক্ত দুষ্কৃতী বলে পুলিশ জানিয়েছে। দীর্ঘসময় তারা জেলও খেটেছে। হাসানুরের পরিবারের অভিযোগ, ওই দু'জনকে কে খুন করেছে তৃণমূলের এক স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ চারজন পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

পুলিশ অবশ্য প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছে, বারো বছর আগে মাথাভাঙ্গার একটি ডাকাতি ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত হয় ওই দু'জন। পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে। হাসানুর জামিনে জেল থেকে ছাড়া পেলেও আইসার জেলেই ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে হাসানুর আইসারের স্ত্রীকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। আইসারের স্ত্রী তা প্রত্যাখান করে। তাতে দু'জনের মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়। পাঁচ বছর আগে আরেকটি মামলায় জেলে যায় হাসানুর। সেখানে আইসারের স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণের অভিযোগ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিবাদ হয়। মাস পাঁচেক আগে দু'জনেই জেল থেকে ছাড়া পায়। এরপরেই ১৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এরপরেই দু'জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করে। ১৫ জানুয়ারি নিহত হাসানুর মিয়া স্ত্রী সাহেরা বানুর অভিযোগ করেন, রাতে হাসানুর খেতে বসেছিল। সেই সময় তার স্বামীকে ডাকতে যান স্থানীয় বাসিন্দা লালচাঁদ মিয়া। দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। এরপরেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জাকির মিয়া ও তার সহযোগীরা হাসানুরকে খুন করে বলে অভিযোগ। সেই সময় আইসার হাসানুরকে বাঁচাতে গেলে তাকেও খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরেই হাসানুর ও আইসার দু'জন দু'জনকে খুন করেছে বলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যদি দু'জন দু'জনকে মারতেন তাহলে রাস্তার দুই দিকে দু'জন পড়ে থাকবে কেন।" ঘটনাস্থল থেকে কোনও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ায় রহস্য আরও দানা বেঁধেছে। তিনি ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন। হাসানুরের স্ত্রী দাবি করেন, তার মেয়েকে এলাকার কয়েকজন শারীরিক নির্যাতন করে। সেখানে জাকির মিয়াও হয়েছে। তার জেরে তারা একটি মামলা দায়ের করে। পরে অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়েছিল। কিছুদিন পর তারা জামিন পায়। জেল থেকে বেরিয়ে তাকে ও তার স্বামীকে লক্ষ্মীর বাজার বলে এক জায়গায় আটকে মারধর করে জাকিররা। সেই সঙ্গে চলতে থাকে খুনের হুমকি। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য জাকির মিয়া সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "আয়নাল মিয়া নামে এক ব্যক্তির সাথে তাদের ঝামেলা হয়। তার জেরেই আয়নাল মিয়াকে সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই মামলায় আমাকে জড়িয়ে দেয় তারা। পরে আয়নাল মিয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিছুদিন পরে যখন তারা জেল থেকে জামিন পান। তখন হাসানুর আমার কাছে এসে বলতো আমি কিন্তু আয়নালকে খুন করব। আমি স্থানীয় পঞ্চায়েত হওয়ায় তাদের সাথে মেলামেশা করতে হয়। তাই তারা আমাকেও হয়ত বা জড়াতে চাইছে।" দিন কয়েক আগে কোচবিহার কোতয়ালি থানার ডাউয়াগুড়ি থেকেও জোড়া দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত এখনও পলাতক।

ম্যারাথন দৌড়ে মৃত্যু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ম্যারাথনে অংশ নিয়ে মৃত্যু হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার। রবিবার সকাল ৮ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি এলাকায়। মৃতের নাম রিয়েশ রাই (১৮)। তাঁর বাড়ি গরুবাথানে। সাত কিলোমিটারের মতো দৌড়ের পর অসুস্থ হয়ে পড়ে রিয়েশ। তাকে গাড়িতে পুন্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা সেখান থেকে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। ওই ঘটনায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর সহপাঠীরা তো বটেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু, রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎ পাল হাসপাতালে যান। তাঁরা প্রত্যেকেই শোকাহত। রেজিস্ট্রার বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে গত তিন বছর ধরে আমরা ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করছি। ভালোভাবে হয়েছে। এবারেও ওই দৌড়ের জন্য অ্যাম্বুলেন্স থেকে মেডিক্যাল টিম সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়েশকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। তার পরেও তাঁকে বাঁচাতে পারিনি।" বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রের খবর, গত তিন বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন হিসেবে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এবারে প্রায় আড়াইশো জন ওই ম্যারাথনে অংশ নেয়। যার বেশিরভাগই পড়ুয়া। বাকিরা স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাড়ে আট কিলোমিটার দূর পাতলাখাওয়া থেকে ওই ম্যারাথন শুরু হয়। রিয়েশের পেছনেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নৃপেন লস্কর সহ বেশ কয়েকজন। তাঁরা সবাই মিলে একটি গাড়িতে করে রিয়েশকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো যায়নি রিয়েশকে। দেহ নিতে কোচবিহারে এসেছিলেন রিয়েশের কাকা মেঘনাথ রাই। তিনি বলেন, "বাড়ির এক সন্তান রিয়েশ। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। ছেলের পড়াশোনার জন্যেই বাবা দুবাই গিয়ে কাজ করছেন। এক নিমেষে সব শেষ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির কাছেই মাঠ রয়েছে। যেখানে নিয়মিত খেলাধূলা করত সে। তারপরে এমন হবে ভাবতে পাচ্ছি না।"

ফের দুই বাংলাদেশি ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল কোচবিহার পুলিশ। ১৫ জানুয়ারি বুধবার সকালে হলদিবাড়ি থানার পার মেখলিগঞ্জ গ্রাম থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ রিপন ইসলাম এবং মহম্মদ তোফিরুল ইসলাম। দু'জনের বাড়ি বাংলাদেশের নীলফামারি জেলায়। ধৃতদের কাছ প্রায় দশ হাজার বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করা করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, তিস্তা নদীর চর এলাকা দিয়ে দিন কয়েক আগে ওই দু'জন ভারতে প্রবেশ করে। তবে কি উদ্দেশ্যে তারা ভারতে প্রবেশ করেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য বলেন, "দু'জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।" বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর থেকে সীমান্তে কড়া নজরদারি শুরু করা হয়েছে। তার জেরেই একের পর এক বাংলাদেশি গ্রেফতার হচ্ছে। দিন কয়েক আগেই মেখলিগঞ্জ সীমান্তে ছয়জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়।

৩ ফেব্রুয়ারি শুরু রাজ্য ভাওয়াইয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। ১৫ জানুয়ারি বুধবার কোচবিহার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবারের ৩৬ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের বলরামপুর হাইস্কুলের ফুটবল খেলার মাঠে। ওই সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আগামী ৩, ৪, ৫, ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, যুগ্মভাবে ভাইস চেয়ারম্যান মন্ত্রী বুলুচিক বারাইক ও বংশীবদন বর্মণ, জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। কমিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায়, বিনয় কৃষ্ণ বর্মণ, সৌরভ চক্রবর্তী, বিজয় কুমার বর্মণ। দু'দিন আগেই ৩৬ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কমিটি ঘোষণা করা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে চেয়ারম্যান করে ২৪ জনের কমিটি ঘোষণা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ জানান, বেশ কয়েকজনকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন কমিটিতে নেওয়া হয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে। এদিন এবিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আরও জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সে কথা মাথায় রেখে আগামী ৩, ৪, ৫, ৬ ফেব্রুয়ারি বলরামপুর হাইস্কুলের ফুটবল খেলার মাঠে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশের কোন শিল্পী এবারে রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছেন না। আসাম ও কলকাতা মিলে আমন্ত্রিত শিল্পীদের নিয়ে ওই অনুষ্ঠান হবে।

এবারে বিল্ডিং নকশা পাশে দুর্নীতির অভিযোগ তুফানগঞ্জেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: এবারে বিল্ডিংপ্ল্যানের নকশা পাশে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল তুফানগঞ্জে। বেশ কিছুদিন ধরে এমন অভিযোগে দিনহাটা পুরসভা সরগরম। ১৫ জানুয়ারি বুধবার বেআইনিভাবে তিনতলা বিল্ডিং প্ল্যান পাশের অভিযোগ উঠেছে তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো শোরগোল তৈরি হয়। অভিযোগ, গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় দুই তলার বেশি বিল্ডিং নির্মাণ করতে হলে জেলা পরিষদের অনুমোদন নিতে হয়। সেখানে শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি নেওয়ার কথা জানিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। অথচ সেক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, নির্মাণ সহায়কদের সই নকল করা হয়েছে। ধবার তা নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াররা। অভিযোগকারী রবি চন্দ বলেন, "প্রায় দুই বছর ধরে প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে এধরনের অনৈতিক কাজ চলছে।" তুফানগঞ্জের মহকুমাশাসক বাপ্পা গোস্বামী বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।"

মালদায় এলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: শুক্রবার মালদায় এলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তিনি মালদায় এসেই সোজা গেলেন জেলা পুলিশ অফিসে। সেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে স্বাগত জানাতে আগে থেকেই হাজির ছিলেন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া নিজেও। রাজ্য পুলিশের ডিজি জেলা পুলিশ অফিসে পৌঁছাতেই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে মালদায় একাধিক খুনের ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে অন্যতম খুনের ঘটনা মালদার তৃণমূল নেতা কাউন্সিলর বাবলা সরকার। তাকে দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে খুন করে। এছাড়াও গত মঙ্গলবার মালদার কালিয়াচকের নওদা যদুপুরের সালেপুর মোমিন পাড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, শুট আউট ও শুট আউটে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন নওদা যদুপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি বকুল সেখ ও তার ভাই তথা প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান এসারুদ্দিন সেখ। এই সংঘর্ষ এবং বাবলা সরকার খুন কান্ড এই দুটি ঘটনার ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যা দেখে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠেছেন। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার মালাদায় আসেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তিনি জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন বলে খবর। তাই বৈঠকে তিনি জেলা পুলিশ কর্তাদের কী বার্তা দেন এখন সেটাই দেখার।

ফাঁসিরঘাটে সেতুর দাবিতে আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তোর্সা নদীর ফাঁসিরঘাটে সেতুর দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিল ফরওয়ার্ড ব্লক। ১৩ জানুয়ারি সোমবার কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে আন্দোলনের কথা জানান দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অক্ষয় ঠাকুর। তিনি জানান, আগামী ২০ জানুয়ারি সেতুর দাবিতে কোচবিহারে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন তারা। তারপর থেকে টানা আন্দোলন চলবে। তিনি বলেন, "একটি মাত্র সেতুর উপর দিয়ে জেলা সদর থেকে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ যাতায়াত করতে হয়। কোনও কারণে ওই সেতুর উপর একটি গাড়ি খারাপ হয়ে পড়লে যানজট তৈরি হয়। দীর্ঘসময় রাস্তা বন্ধ থাকে। শুধু তাই নয়, ফাঁসিরঘাটে সেতু হলে ওই অংশের দূরত্ব পনেরো কিলোমিটারের বেশি কমে আসবে। কলকাতায় এত উড়ালপুল হলে তোর্সায় কেন সেতু হবে না সে প্রশ্নেই আন্দোলন হবে।"

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল। ৮ জানুয়ারি বুধবার ঘটনাটি ঘটে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বাসন্তীরহাটে। অভিযোগ, বাসন্তীরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বনাথ কিন্নরের বাড়িতে বোমাবাজি করে একদল দুষ্কৃতী। ওই বোমাবাজির ঘটনায় বিশ্বনাথের বাড়ির জানালার কাঁচ, দরজা সহ বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই ঘটনার খবর পেয়ে রাতে নাজিরহাট ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিশ্বনাথ তৃণমূলের দিনহাটা দুই নম্বর ব্লক সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, ৭ জানুয়ারি রাতে বাসন্তীরহাটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠে বোমাবাজি করে সমাজ বিরোধীরে। সেই ঘটনায় তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেন, "আমি কখনও চাই না বাসন্তীরহাটে কোনও অশান্তি হোক। সেই ঘটনার জেরেই হয়তো সমাজবিরোধীরা আমার বাড়িতে বোমাবাজি করে। ওই বোমাবাজির ঘটনায় বাড়ির জানালার কাঁচ, দরজা সহ বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন এখনও দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় শোরগোল ছড়িয়ে পড়েছে জেলা জুড়ে। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি করেছে তাদের দলের নেতা কর্মীরাই। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচন আরও অন্ততপক্ষে এক বছর। তার আগেই দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ল কোচবিহার তৃণমূলে। সোমবার বিকালে দিনহাটায় বিধানসভা ভিত্তিক কর্মীসভার আয়োজন করে তৃণমূল। সেই সভা থেকে নাম না করে রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিম রায়কে তীব্র আক্রমণ করেন উদয়ন। রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেন, "কিছু লম্বা লম্বা, সরু সরু নেতা রাস্তায় নেমে পড়েছেন। হাওয়ায় তালগাছের মতো, নারকেল গাছের মতো, সুপারি গাছের মতো দুলছেন। কি করে দলের জেলা নেতাদের ছোট করা যায়। কে প্রার্থী হবে ঘরে বসে ঠিক করছেন। প্রার্থী তালিকা তারা তৈরি করছেন। এই লোকগুলি দলের ভালো করছেন না। আমরা চেষ্টা করব কোনও আঙ্গুল যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে না ওঠে। কোনও আঙ্গুল যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছোট করতে না পারে। সে আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে আমাদের লড়াই হবে চোখে চোখ রেখে। যে আঙ্গুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তোলার চেষ্টা হবে সেই আঙ্গুল প্রয়োজনে মুছে দেওয়ার চিন্তাভাবনা আমাদের করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "একদিকে বলবেন ১৯৯৮ সাল থেকে তৃণমূল করি। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিক করা প্রার্থীকে মানবেন না। ২০২১ সালে যখন প্রার্থী হিসাবে আমার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন এই নয়ারহাটে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসম্মান করা। যাঁরা এমনটা করবেন, তাঁদের দলের মধ্যে কোণঠাসা করতে হবে।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, যারা নিজেদের আটানব্বই সালের কর্মী বলে গর্ব করেন তাঁদের অনেকেই গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিতে ভোট দিয়েছেন। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের চেয়ারম্যান গিরিন্দ্রনাথ বর্মণ, কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, সিতাইয়ের বিধায়কা সঙ্গীতা রায়, আব্দুল জলিল আহমেদ। যদিও ওই কর্মী কনভেনশনে ডাক পাননি তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায় সহ তার অনুগামীরা। যা থেকেই বোঝা যাচ্ছে ফের নতুন করে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সভায় ডাক না পাওয়া রবি অনুগামীদের মধ্যে কৃষক সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি খোকন মিয়া তার ফেসবুকে পোস্টে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়, খোকন মিয়া এবং পরিমল বর্মণের ছবি দিয়ে লিখেছিলেন, "আমরা ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব।" সেই ফেসবুক নিয়ে কটাক্ষ করেন উদয়ন। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "কালকে একজনকে দেখলাম ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। চারজনের ছবি দিয়ে লিখেছেন আমরা ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। আপনাদের যুধিষ্ঠির হওয়ার মতো সততা নেই, সৎ সাহস নেই। তাই আপনারা ভীম অর্জুন নকুল সহদেব হয়ে থাকুন। আমরা যুধিষ্ঠির হব।" রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিম পাল্টা কোনও মন্তব্য করেননি।

দিনহাটা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন অপর্ণা দে নন্দী। মঙ্গলবার দিনহাটা পুরসভার বোর্ড মিটিং হয়। সেখানেই রাজ্য নেতৃত্বে নির্দেশে নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়। সেখানে সিল বন্ধ খাম সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরীর হাতে তুলে দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেই খাম খুলে অপর্ণা দে নন্দীর নাম প্রস্তাব করেন গৌরীশঙ্কর। তাতে সবাই সমর্থন করেন। অপর্ণা দে নন্দী দিনহাটা পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এদিনই বেলা বারোটা নাগাদ মহকুমাশাসক বিধুশেখর অপর্ণা দে নন্দীকে শপথ বাক্য পাঠ করান। মহকুমা শাসক বিধু শেখর। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "পুরসভার জাল রসিদ কাণ্ডের তদন্তের স্বচ্ছতার জন্যে চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর পদত্যাগ করেন। এই অবস্থায় রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী চেয়ারম্যান এ দিন ঘোষণা হয়। পুরসভার যে ষোলো জন কাউন্সিলর রয়েছে তাঁদের মধ্যে একাধিক কাউন্সিলর রয়েছেন তারা চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলকে নিয়ে চলতে পারবে এমনই একজন অপর্ণা দে নন্দীকে দল চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেছে। বাকি কাউন্সিলররা সকলেই সমর্থন করেছেন। ১৯৭৩ সালে দিনহাটা পুরসভা গঠিত হয়েছে। এই প্রথম একটা সমস্যা হয়েছে। দু'একজন ব্যক্তির জন্য যাতে পুরসভার গায়ে কালি না লাগে সেই দিকে নতুন চেয়ারপার্সনকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দলগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি ওঁর পাশে আছি। এই প্রথম দিনহাটা পুরসভায় কোন মহিলা চেয়ারপার্সন হল।" চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী বলেন, "আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হল সকলকে সঙ্গে নিয়ে তা যাতে পালন করতে পারি সেই চেষ্টা করব। স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পুরসভা গঠন করা আমার লক্ষ্য। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সব কিছু করব। জাল রসিদের বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করছে।" বিল্ডিং প্ল্যান পাশে জাল রসিদ ছাপিয়ে দিনহাটা শহর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুরসভার এক কর্মীর নামে। পরে পুলিশের তদন্তে আরও কয়েকজনের নাম সামনে আসে। ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজন পুরকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ঘটনাতেই পদত্যাগ করেন পুরসভার সেই সময়ের চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে শতাধিক কর্মী-সমর্থক তৃণমূলে যোগ দিল। ১৫ জানুয়ারি তৃণমূলের কোচবিহারে জেলা পার্টি অফিসে ওই সমর্থকদের হাতে পতাকা তুলে ধরেন শাসক দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ১০০ জনের বেশি বিজেপি ও সিপিএমের কর্মী যোগ দিয়েছে। দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তারা বিজেপি করছে। কোচবিহারে বিজেপির একাধিক বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও এলাকায় কোন উন্নয়ন নেই। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবিরাম উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে শাসক দল যোগ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করেছেন তারা। কোচবিহার জেলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "কোচবিহারের বিভিন্ন ওয়ার্ডের শতাধিক বিজেপি ও সিপিআইএম কর্মী যোগ দেন তৃণমূলে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তৃণমূলের শক্তি বেড়ে গেল। ২০২৬ সালের বিধানসভায় এর প্রভাব গিয়ে পড়বে বিজেপিতে। আমাদের লক্ষ্য আগামী ২৬-এর বিধানসভায় কোচবিহার জেলা থেকে বিজেপি উৎখাত করা। কোচবিহার জেলার নয়টি আসনেই জয়লাভ করা আমাদের লক্ষ্য।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "বিজেপি ছেড়ে কেউ তৃণমূলে যায়নি। মাঝে মাঝে ধমকে চমকে কিছু লোককে দলে যোগদানের চেষ্টা করে। সে সবে কারও মন জয় করা যায় না।"

বোমায় জখম পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বোমা ফেটে গুরুতর জখম হয়েছে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র। ১৩ জানুয়ারি সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা ১ নম্বর ব্লকের হাজরাহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসি এলাকায়। জখম ওই শিশুকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সোমবার মাথাভাঙ্গা ১ নম্বর ব্লকের হাজরাহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসি এলাকার একটি বাড়ির পাশের বাগানে বেশ কয়েকজন শিশু খেলাধুলা করছিল। সেখানে খেলছিল পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র। সেই খেলার সময় তার নজরে আসে একটি বোতল। ওই বোতলে বোমা থাকায় তাতে হাত দিতেই বিকট আওয়াজ করে ফেটে যায়। আওয়াজ পেয়ে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে দেখেন শিশুটি জখম হয়েছে। পরে জখম ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে।

বেপরোয়া পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃত বৃদ্ধার নাম কাঞ্চন মালা বর্মন (৫৫)। ১৫ জানুয়ারি এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়ায় তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বারকোদালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাগঞ্জ এলাকায়। ঘটনায় উত্তেজিত জনতা গাড়ি চালককে গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। জানা যায়, ওই বৃদ্ধা তার নাতিকে নিয়ে বাড়ির পাশের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়েছিলেন।

নাতিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রেখে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি পিকআপ ভ্যান জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বৃদ্ধাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কাঞ্চনমালা বর্মনের। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। বোলেরো পিকআপ ভ্যানের চালককে গ্রেপ্তারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।

ডুয়ার্সে ফের বন্ধ চা বাগান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: ফের একবার সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের খাড়া নেমে এলো ডুয়ার্সের এক চা বাগানে। বন্ধ হয়ে গেল আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগান। বাগানের ম্যানেজমেন্ট, ৮ ডিসেম্বর রাতে বাগান বন্ধ করার নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যায়। সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন ফ্যাক্টরি বন্ধ। গেটে বাগান সাসপেন্সসনের নোটিশ ঝুলছে। এই বাগান বন্ধে কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় ১৩০০ শ্রমিক। গোটা ঘটনায় নিরীহ চা শ্রমিক পরিবারগুলি হতাশায় দিশেহারা। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, এই মুহূর্তে চা গাছে নতুন পাতা নেই। সেই কারণেই বাগান বন্ধের নোটিশ ঝুলেছে। ফের চা গাছে নতুন পাতা আসতে শুরু করলে আবার মালিক আসবে, শ্রমিকদের উপর অন্যায়ভাবে কাজের বোঝা চাপিয়ে বাধ্য করবে কাজ করতে। রাজ্য সরকার যেখানে চা বাগান নিয়ে সাফল্যের গান গায়, সেখানে মেচ পাড়ার মত বাগান বন্ধের খবরে তাল কাটে বৈকি।

খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে আহত পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাগানে খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে আহত পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের হাজরাহাট ১ পঞ্চায়েতের বালাসি এলাকায় ঘটল চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। ১৩ জানুয়ারি সকালে বাড়ির পাশে বাগানে খেলতে গিয়ে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া চন্দ্রকুমার মণ্ডল একটি বোতলজাত বোমা ঢিল ছুঁড়লে সেটি ফেটে গুরুতর আহত হয় ওই পড়ুয়া। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাটি জানার পর মাথাভাঙ্গা থানার আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে উপস্থিত হয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বোমার সূত্র এবং এর উদ্দেশ্য নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে বোমাটি সেখানে আসলো এবং কারা এর সাথে জড়িত, তা নিয়ে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তারা শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরনের বিপদজনক বস্তু বাগানে কীভাবে এল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আহত চন্দ্রকুমার মণ্ডলের চিকিৎসা চলছে এবং তার অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

স্যালাইন কান্ডে বিক্ষোভ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্যালাইন কান্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলে সিএমওএইচকে স্মারকলিপি দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এন্ড সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা কমিটি। ১৩ জানুয়ারি সোমবার কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে স্মারকলিপি প্রদান করে তারা। এদিন কোচবিহার সাগর দিঘি সংলগ্ন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের এক সদস্য বলেন, "মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জাল স্যালাইন ব্যবহার করে প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছে এবং বেশ কয়েকজন প্রসূতি অসুস্থ রয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে সেই জাল স্যালাইন ব্যবহার চলছে তা বন্ধ করতে হবে। এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দিতে হবে।"

পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিল কোচবিহার শহরের সংলগ্ন ছাট গুড়িয়াহাটি এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন তারা। বার বার অভিযোগ জানিয়েও পানীয় জল সমস্যার কোনও সুরাহা হয় না। শেষপর্যন্ত ১৫ জানুয়ারি বুধবার নেতাজী স্কোয়ারে পথ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন বাসিন্দারা। ওইদিন বাসিন্দারা জমায়েত হতেই সেখানে পৌঁছান পুলিশ ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। শেষপর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের আশ্বাসে অবরোধ স্থগিত রাখা হয়।

জেলা সবলা মেলা দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে কোচবিহার জেলা সবলা মেলা শুরু হল দিনহাটা শহরের বোর্ডিং পাড়া মাঠে। বুধবার বিকেলে ওই মেলার সূচনা করেন কোচবিহারে সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী, দিনহাটার মহকুমাশাসক বিধুশেখর। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, ওই মেলা ৮ জানুয়ারি থেকে আগামী ১৪ ই জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। সবলা মেলায় মোট ৪২ টি স্টল রয়েছে। স্টলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের হাতে তৈরি নানা জিনিসের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ক্রমশই রাজ্যের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে মহিলারা যেভাবে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয়।"

পিঠে-পুলি উৎসব হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরবঙ্গ পিঠে পুলি উৎসবের আয়োজন করা হল। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের রাজমাতা দিঘির মুক্ত মঞ্চে ওই পিঠে-পুলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রত্যেকেই বাড়ি থেকে পিঠে তৈরি করে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানে পিঠে বিক্রিও হয়।

৪১ তম কোচবিহার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে এবং সিনে ক্লাব এবিএনশীল কলেজের সহায়তায় তিনদিনের ৪১তম কোচবিহার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবিনএনশীল কলেজের বিদ্যাসাগর হলে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট পরিচালক রাজা সেন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার মেডিকেল কলেজের এমএস ভিপি ডাক্তার সৌরদ্বীপ রায়, পঞ্চান বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ রায়, এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায় কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির সহ সভাপতি পার্থ সারথী ব্রহ্ম। এদিন পরিচালক রাজা সেন ফিল্ম সোসাইটির কাজের প্রশংসা করার পাশাপাশি, এই ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ৪১ বছর ধরে কোচবিহারের বুকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন হচ্ছে এটা খুব বড় বিষয়। ফিল্ম সোসাইটির অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির এই উদ্যোগ ভাল, প্রতিবছর তারা এই ভাবেই ফেস্টিভ্যাল করেন, আমরা যারা কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ভাল ছবি দেখার সুযোগ পাই না তাদের কিছু ভাল ছবি দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ফিল্ম সোসাইটিকে ধন্যবাদ "কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির সাধারণত সম্পাদক শংকর নারায়ণ দাস এবিএন শীল কলেজের সিনে ক্লাবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাদের সহযোগিতার জন্য। দেশ বিদেশের বিভিন্ন ছবি দেখানোর পাশাপাশি স্থানীয় পরিচালদের তৈরি ছবির প্রতিযোগিতা থাকছে। এছারাও কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই বছর মোবাইলে তৈরি ছবির প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছিল এবং সেই ছবি গুলিও দেখানো হবে। পাশাপাশি থাকছে ফিল্ম নিয়ে আলোচনা।

পাঁচ কালি গঙ্গা স্নান মেলায় উপচে পড়ল ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদার গাজোলের আহরা এলাকার পাঁচ কালি মন্দির রয়েছে সেই এলাকার বাসিন্দা সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা গঙ্গা স্নান উপচে পড়ল ভিড়। পাঁচ কালি গঙ্গা পূজা গঙ্গা স্নান মেলা কমিটির উদ্যোগে ও এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় পাঁচ কালি মন্দির প্রাঙ্গণে এবং শ্রীমতি নদীর ধারে গঙ্গা স্নান ও মেলা চলছে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে গঙ্গা পূজা গঙ্গা স্নান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান ২০ তম পদার্পণ করল। এই গঙ্গা স্নান ও মেলাতে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার ভক্তরা আসে এই গঙ্গা স্নান করার জন্য। গঙ্গা স্নান উপলক্ষে এলাকা জুরে জমজমাট মেলা। গঙ্গা স্নান মেলা উপলক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী বাউল গান অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলা কমিটির সভাপতি রমণী রায় ও কোষাধ্যক্ষ পরী রায় এবং নিত্য গোপাল রায় তারা বলেন, পাঁচ কালি ও গঙ্গা পূজা গঙ্গা স্নান ও মেলা কমিটির উদ্যোগে গাজোলে আহোড়া পাঁচ কালি মন্দির প্রাঙ্গণে এবং শ্রীমতি নদীর ধারে গঙ্গা পূজা গঙ্গা স্নান এবং পাঁচ কালি মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় রাত বারোটার পর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার ভোর থেকে গঙ্গাস্নান শুরু হয় এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে গঙ্গাস্নান করার জন্য দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভক্তরা আসেন এখানে গঙ্গা স্নান করার জন্য। এই গঙ্গা পূজা গঙ্গা স্নান মেলা ও পাঁচ কালি মায়ের পূজা অত্র এলাকাবাসীদের খুব পরিচিত তাই প্রতিবছর প্রচুর ভক্তদের সমাগম হয়। মায়ের কাছে যে যা মানত করেন মা তাদের মনের বাসনা পূরণ করেন। এ পাঁচ কালী পূজা প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো পুজো। এ পূজা কবে থেকে শুরু হয়েছিল কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছেন না পূর্বে ডাকাত দলেরা পাঁচ কালি মায়ের পূজা করতেন। তারপর শ্রীমতি নদীতে মাছ ধরতে আসা জেলেরা এই পূজা করতেন আমরা মা-বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে শুনে আসছি। তারপর এলাকাবাসীদের উদ্যোগে সার্বজনীনভাবে এই গঙ্গা পূজা, গঙ্গা স্নান মেলা ও পাঁচ কালি মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পাঁচটি পাথর রয়েছে যা মাটি ভেদ করে উঠেছে এই পাঁচটি পাথরকে পাঁচ কালি হিসাবে পূজা করা হয়। এছাড়াও এখানে ৯-১০ খানা মূর্তি রয়েছে যেমন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সখা সখি নিয়ে পূর্ণ গঙ্গায় স্নান সমর্পণ, বাসুদেব কংসালয় থেকে পুত্রকে নিয়ে নন্দালয়ে গমন। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর গৃহে শিবের আগমন। রাম লক্ষণ মাধব পার্টনির নৌকায় আগমন ও বিশ্বামিত্রর মিথিলার ঘাটে গমন এছাড়াও রয়েছে আহরা পাঁচ কালীর প্রকৃত রূপ ধরে ছয়খানা যোগ সিদ্ধ পাথর যা যোগ দৃষ্টিতে বুঝা যায় প্রকৃত তথ্য বিশেষ।

সম্পাদকীয়

সতর্কতার শেষ নেই

ম্যারাথনে অংশ নিয়ে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার মৃত্যু অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। শুধু প্রশ্ন নয়, এমন কোনও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কতটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন তা নিয়েও দিয়ে গেল একটি শিক্ষা। সাড়ে আট কিলোমিটারের ম্যারাথনে অংশ নিয়ে সাত কিলোমিটারের মতো রাস্তা অতিক্রম করতে পেরেছিল ওই পড়ুয়া। তারপরেই অসুস্থতা বোধ করে বসে পড়েছিল রাস্তায়। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। এমন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া পড়ুয়ারা শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে কি না তা জানার প্রয়োজন ছিল। শুধু ওই ক্ষেত্রেই নয়, এমন যে কোনও ধরণের প্রতিযোগিতার আগে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার। রাজ্য ও দেশের বড় বড় প্রতযোগিতার ক্ষেত্রে এমনটাই তো হয়ে থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে নয় কেন? এই বিষয়টি আগে থেকে কেন কারও মাথায় আসেনি তা বড় প্রশ্ন। আগে থেকে শারীরিক পরীক্ষা হলে হয়তো ওই মৃত্যু আটকানো সম্ভব হত। এছাড়াও প্রতিযোগিতা শুরু করার আগে বারে বারে কেউ অসুস্থতা বোধ করলে কি করণীয় তা নিয়ে বার্তা দেওয়া উচিত ছিল আয়োজকদের। এটা খুব সহজেই ধরে নেওয়া যায়, ওই পড়ুয়া বেশ কিছু সময় ধরেই অসুস্থতা বোধ করেছিলেন। সেক্ষেত্র কেন তিনি আগে থেকেই আয়োজকদের তা জানালেন না সেটাও বড় প্রশ্ন। আয়োজকরা অবশ্য ম্যারাথনে চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্স রাখার মতো কাজগুলি করেছিলেন। তবে এই ঘটনার পর এমন ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক প্রয়োজন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

লটারি

..... মৌমিতা মোদক

সৃজনি আর রোশনী ছোট থেকে পড়াশোনায় দুর্দান্ত, দুজনে সবসময় পাল্লা দিয়ে প্রথম আর দ্বিতীয় হয়। ৫/৬ মিনিটের ছোট বড় হবে ওরা। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, ওরা যমজবোন। দু'বোনই রুপে-গুণে-বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে কামাল হ্যা। ইসলামপুর জেলার একটা ছোট্ট গ্রাম শ্রীকৃষ্ণপুর। এখানেই রিতা তার স্বামী ও যমজ দুই মেয়েকে নিয়ে বসবাস করে। রিতার স্বামী অবনীলাল বাড়িতেই থাকেন, বাড়িতেই পৈতৃক ভিটেতে নিজেই সবজি চাষ করেন, ২টা ছেলে হেল্পার হিসেবে আছে আর রিতার লটারির দোকান, ভালোই বড় দোকান এবং ওই গ্রামের একমাত্র লটারির দোকান। চলেও খুব ভালো। রোজ সকালে বাড়ির কাজকর্ম সেরে মেয়েদের তৈরি করে স্কুলে পাঠিয়ে, রিতা দোকানে আসে, এসে গণেশ পুজো করে, ধূপকাঠি ধরিয়ে দিন শুরু। তারপর আস্তে আস্তে কাস্টমার আসা শুরু হয়। কেউ একটা লটারি টিকিট কেনে, কেউ বা গোটা লটটা ধরেই নিয়ে যায়। লটারি রিতার পরিবারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এখন আর আগের মত জল মুড়ি খেয়ে থাকতে হয় না, কতদিন না খেয়েও থাকতে হয়েছে, এখন আর সেরকম হয় না, স্কুলের মাহিনা দিতে পারত না, পূজার সময় একটাই নতুন জামা হত, সারা বছর আর কিছু কেনা হত না। সেই দুর্দশার দিন আজ আর নেই।

সব কিছু এত সহজে হয়নি, নিজের দুটো হাত পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে লটারির দোকান বাঁচানোর জন্যে। আজ স্বরোজগার করে আরো বড় করেছে লটারির দোকান, সেই সাথে স্বামীর চাষবাসটা দেখে। চাষের ফসল নানা ধরনের সবজি ও ফল বিক্রি করে আসে ইসলামপুরে গিয়ে, আর কিছু পাঠায় শিলিগুড়ি। এই করে করে স্কুটি কিনে ফেলেছে, দোতলা ওঠাচ্ছে, সংসারে খরচা দিচ্ছে, আর কি চাই। বৃহস্পতিবার করে করে খুব লটারি বিক্রি হয়। বৃহস্পতিবারকে লক্ষীবার বলা হয়। গ্রামের লোকেরা মনে করে, লক্ষীবারে লটারি কাটলে টাকার বর্ষা হবে। তাই প্রত্যেক বৃহস্পতি মানে রিতার লটারির দোকান একদম দুর্গাপূজার ভিড় লেগে যায়।

কিন্তু সুখ সয় না পিঠে। ওর পিছনে পাড়ার একদল লোকেরা উঠে পরে লেগেছে, লটারির দোকান বন্ধ করবে বলে.. ওরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যায়। কারণ ওরা বেকার বসে আর একটা মেয়ে মানুষ কিনা ড্যাং ড্যাং করে দোকান চালাচ্ছে!! 'খোকন সেনা' নামের গুণ্ডাবাহিনী প্রায় এসে ঝামেলা করে, আজ আবার বৃহস্পতিবার, এত ভিড়, যে দোকানে তো আর পা রাখার জায়গা নেই। ওই খোকন সেনা এই সময় সেনাদের নিয়ে সপ্তাহ তুলতে আসে, রিতাও কম নয়, বিপদকে কিভাবে গলিয়ে দিতে হয়, তা ওর জানা আছে, গ্রামের মেয়ে কিনা, জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব পারে, আর এরা তো কটা বাচ্চা ছেলে মাত্র। দোকানে এসে এরা যেই ক্যাচাল শুরু করে, রিতা থানায় ফোন করে, কিন্তু কেউ ফোন রিসিভ করল না। থানাতেও খোকন সেনার রাজ, কাজেই রিতাকে নিজের ঢাল নিজেই হতে হল। সে তারাতারি করে একমাত্র কর্মচারী লালিকে দিয়ে ধূপতি ধরিয়ে তাতে লন্কার গুরো ছিটিয়ে দিতে বলে। নিজে কথা বলে বলে খোকন সেনাকে ব্যস্ত রাখে যাতে লালি লুকিয়ে কাজটা করতে পারে। কথা কাটাকাটি হতে হতে ঝাল ধোঁয়ায় চোখ নাক জ্বলতে শুরু করতেই খোকন সেনা দে দৌড়, তারা পালিয়ে কুল পায় না। কাস্টমাররা তো ঝামেলা দেখে কেটে পরেছে আগেই। লোকাল থানায় একটা জিডি করে রাখে রিতা আজকের ঘটনা। বিকাল ৪.৩০ বাজার আগেই রিতা পৌছে যায় বাড়ি রোজকার মত। তারপর পুরো সময় মেয়েদের দেয়। রিতার ছোট মেয়ে রোশনী ক্যারাটে ভালো খেলে, অল ইন্ডিয়া ট্যালেন্টের মত শো জিতে এসেছে, সেই মেয়েকে আটকায় কে? সামনের আসছে মাসে রোশনীর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা রয়েছে, তার জন্য রিতার চেষ্টার শেষ নেই। দু'বেলা করে ক্যারাটে টিউশনে নিয়ে যাওয়া-আসা, বাড়ির কাজ রান্না বান্না, দুই মেয়ের পিছনে পরিশ্রম কম করে না রিতা। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ চলে এল, ছোট মেয়েকে নিয়ে রিতার স্বামী বেরোলেন কলকাতায়, ফেরতও এলেন হাতে ট্রফি আর সোনার মেডেল নিয়ে। পাড়ার লোকের আনন্দ আর কে দ্যাখে! কে আবার? গোটা দুনিয়া দেখেছে, আজ ও দেখবে। ইসলামপুর 24 x 7 নিউজ চ্যানেল বাড়িতে এসেছে লাইভ খবর করবে বলে। রীতিমত ভিড় রিতার বাড়িতে। কিন্তু কেন জানি অবনীর মুখে কোনো কথা নেই, হাসি নেই। আর রোশনী বাড়ি এসেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। রিতা কিছু একটা আঁচ করতে পেরে সবাইকে পরে আসার অনুরোধ করলেন, কোনোভাবে নিউজ চ্যানেলটিকে ইন্টারভিউটি দিল বাবা মেয়ে।

রিপোর্টার চলে যাবার পর রিতা অনেক জিগ্গেস করেও কিছু উত্তর কারোর থেকে না পেয়ে রোশনীকে নিয়ে বসল, রাত তখন প্রায় ৯ টা। সবার রাতের খাবার কমপ্লিট। সৃজনি ওর বাবার সাথে ঘুমাতে গেল আজ আর রোশনী মায়ের সাথেই থাকবে। রোশনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই রোশনী ফুপিয়ে কান্না শুরু করল, এভাবেই রাত ১২ টা বেজে গেল। হঠাৎ অবনীলাল আর বড় মেয়ে সৃজনি এসে হাজির আর দুজনেই থমথমে মুখ। অবনীলাল বললেন, কিছু বলার আছে, আর এখনি বলতে হবে, নাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। রিতা - 'তো বলে ফেল না তারাতারি, তোমরা আসার পর থেকে এরকম থমথমে মুখ, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না'। অবনীলাল- চল পাশের ঘরে পালিয়ে যাই। রিতা কথা না বাড়িয়ে গেল, মেয়েরাও গেল। তারপর অন্ধকারেই অবনী বলে উঠলেন - **happy birthday to you my dear wife.** ঠিক তারপরেই ২ মেয়ে একসাথে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'happy birthday to you মা'। চিন্তার মেঘ কাটলো অবশেষে, কি কি ভেবে নিয়েছিলেন রিতা। বাবা মেয়ে প্লান করে এসব করেছে, ওদের প্লান ছিল মাকে ভয় দেখানো, তাই দুই বোনে ফোনে ফোনে সব প্লান করে নেয় আর অবনীলালকেও টিমে নিয়ে নেয়। অবনী ও বাচ্চাদের প্লানে কখনো বাধ সাধেননি, মেয়েদের সাথে উনিও বাচ্চা হয়ে যান মাঝে মাঝে। ঠিক ওইদিন শেষরাতে রিতার দোকানে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়। সে ভয়ংকর আগুন।

ভিডিওর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিডিওয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে জেলাশাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। ১৭ জানুয়ারি শুক্রবার কোচবিহার ২ নং ব্লক বিডিওর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ওই বিক্ষোভ দেওয়া হয়। তাদের অভিযোগ, কোচবিহার ২ নং ব্লকের বিডিও সেখানকার বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের গুরুত্ব দেন না। অনৈতিকভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়াতে দেখা যায় তার পছন্দের ব্যক্তিকে কাজ পাইয়ে দিচ্ছেন। যেখানে তার পছন্দের ব্যক্তি পাচ্ছেন না সেখানে টেন্ডার বাতিল করে দিচ্ছেন। এছাড়া রাতের অন্ধকারে ভিডিও অফিসের কিছু জিনিসপত্র রাতের অন্ধকারে নিজের খেয়ালখুশি মত বিক্রি করছেন। ওই অভিযোগ তুলে কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে এসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হল কোচবিহারের ঘুঘুমারি হাইস্কুলে। ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার কোচবিহার ঘুঘুমারি হাইস্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য তথ্য তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। প্রত্যেক বছর শেষে প্রতি বছরের মতো বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু হয় সকাল ১০টা নাগাদ। এদিন ওই স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। এদিন তিনি সেখানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু নীতি কথা শোনান। এবং ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলার পাশাপাশি ভাল করে পড়াশুনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ বিএসএফের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কাটার চেষ্টা করে বাংলাদেশের একদল দুষ্কৃতী। বাঁধা দিলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের উপরে হামলা চালায় দুষ্কৃতীদের দল। বাধ্য হয়ে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয় বিএসএফ। বিএসএফ ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছয় রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছে বিএসএফ। সেই সঙ্গে স্টান গ্রেনেডও ছুঁড়েছে। দুষ্কৃতীরা শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। ওই ঘটনায় বাংলাদেশের একজন দুষ্কৃতী গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলেও অভিযোগ। সেই দুষ্কৃতীও জখম অবস্থাতেই বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। পরে বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবি'র মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং করা হয়েছে। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নিয়ে বিজিবিকে সতর্ক করেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কর্তারা। বিএসএফ ঘটনাস্থল থেকে দুটি লোহার দা, একটি লোহার বেড়া কাটার যন্ত্র, জুতো উদ্ধার করেছে। মাথাভাঙ্গা থানায় বিএসএফের তরফ থেকে একটি অভিযোগ জানানো হয়। বিএসএফের এক অফিসার বলেন, "বিএসএফকে ঘিরে আক্রমণের চেষ্টা হয়। দুষ্কৃতীরা সংখ্যায় কমপক্ষে পনেরো জন ছিল। বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়েছে।" বিএসএফের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে সীমান্ত কড়া পাহারা শুরু করেছে বিএসএফ। বাড়ানো হয়েছে বাহিনীর সংখ্যা। দিন কয়েক আগে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে তিনবিঘা করিডরের কাছে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে বিজিবি'র সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন ভারতীয় গ্রামের বাসিন্দারা।

বিএসএফ জানিয়েছে, শীতের সময়ে এমনিতেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকে চারদিক। ওইদিনও প্রচুর কুয়াশা পড়েছিল। তার মধ্যেই কাঁটাতার কাটার উদ্দেশ্যে সীমান্তে জড়ো হয় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ সীমান্তের কাঁটাতারের পাশে বেশ কয়জন দুষ্কৃতীকে দেখতে পান কর্তব্যরত এক জওয়ান। দুষ্কৃতীরা কাঁটাতার কাটার চেষ্টা করলে, জওয়ানরা তাদের সতর্ক করে। সেই সময় বিএসএফের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। জওয়ানদের ঘিরে ধরে আঘাত করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আত্মরক্ষার্থে জওয়ানরা ছয় রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বিএসএফ।

Vol: 29, Issue: 1, 10 January - 23 January, 2025 পূর্বোত্তর

পৌষ সংক্রান্তিতে কদর বাড়লো ঢেঁকি ছাটা চালের গুড়োর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আধুনিকতার যুগে প্রায় হারিয়েই গিয়েছে ঢেঁকি। শহর তো অনেক দূরের কথা, এখন আর গ্রামেগঞ্জেও বিশেষ দেখা মেলে না তার। তবে পৌষ সংক্রান্তির সময়ে খানিকটা কদর বাড়ে। শীতকালে ভাপা পিঠে থেকে শুরু করে অন্যান্য পিঠে বানাতে অত্যাবশ্যক উপকরণ হলো চালের গুঁড়ো। এই চালের গুঁড়োর জোগান দিতেই গ্রামের দুয়েকটি বাড়িতে দেখা যায় ঢেঁকির ব্যবহার। তৈরি করেন ঢেঁকি ছাটা চালের গুঁড়ো। বর্তমানে বাজারে ঢেঁকিতে প্রস্তুত করা চালের গুঁড়ো বাজারে বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১০০ টাকা দরে। রয়েছে এর ভালো কদর। তবে বর্তমান বাজারে ৬০ থেকে ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে মেশিনে ভাঙ্গা চালের গুঁড়োও। তবে মেশিনে ভাঙ্গা চালের গুঁড়ো থেকে ঢেঁকি ছাটা চালের গুঁড়ার চাহিদা অনেক বেশি। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে ঢেঁকিতে প্রস্তুত করা আতপ চালের গুঁড়ো নিয়ে যান লোকেরা। আগে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঢেঁকি থাকলেও এখন মেশিন আসায় সব উঠে গিয়েছে। তবে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের এক পরিবার বছর দুয়েক ধরে পৌষ পার্বণের আগের দিন ঢেঁকি নিয়ে চলে আসে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে। প্রায় একদিনে চার কুইন্টাল চালের গুঁড়ো একদিনে বিক্রি করে বলে জানান তারা। তারা জানান, আমি ছাড়া এখানে আর কেউ ঢেঁকি ব্যবহার করে বলে শুনিনি। আসলে ঢেঁকিতে চাল ছাটতে অনেক সময় লাগে। খাটনি অনুসারে টাকা না পাওয়ায় ঢেঁকিতে চাল ভাঙা হয় না। এদিন ঢেঁকি ছাটা চালের গুড়া কিনতে এসে এক ক্রেতা জানান আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। বর্তমান বাজারে ঢেঁকি ছাটা চালের গুড়া বাজারে কিনতেই পাওয়া যায় না। প্রায় বিলুপ্ত বললেই চলে। বাজারে শুধু বিক্রি হয় মেশিনে তৈরি চালের গুড়া। যার দাম প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টাকা। তাই এই ঢেঁকি ছাটা চালের গুঁড়ো পেয়ে খুব খুশি। এতে যেকোনো ধরনের পিঠে খুব ভালো হয়। চালের গুঁড়ো প্রস্তুতকারকদেরও দাবি, ঢেঁকিতে করা চালের গুঁড়ো দিয়ে সব ধরণের পিঠে প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু মেশিনে তৈরি চালের গুঁড়ো অত্যন্ত মিহি হওয়ার ফলে তা দিয়ে পিঠে বানাতে সমস্যা হয়।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ছে শিশুদের মধ্যে, সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: শিশুদের হার্ট অ্যাটাক নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আরও দুটি হৃদরোগের ঘটনা ঘটার পর, চিকিৎসক মহলে এই বিষয়ে শঙ্কা আরও তীব্র হয়েছে। গত শুক্রবার, আমেদাবাদের একটি বেসরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র গার্গী তুষার রানপারা স্কুলে পৌঁছানোর পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক অনুমান, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে মৃত্যু হয়েছে। রবিবার, কোচবিহারে একটি ম্যারাথনে দৌড়াতে গিয়ে এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই ঘটনার সঙ্গেও হার্ট অ্যাটাকের যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। এর আগেও, উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে স্কুলের স্পোর্টস প্র্যাকটিস করতে গিয়ে ১৪ বছর বয়সী মোহিত চৌধুরী হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই অঞ্চলে সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পাঁচজন শিশু-কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এমন ঘটনার তালিকা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। খিদিরপুরে একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়। আগের বছর, এলগিন রোডের একটি স্কুলে প্রার্থনার সময় হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছিল আরেক ছাত্রীর। চিকিৎসকদের মতে, সাধারণত ৪০-৫০ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে। তবে সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে হৃদরোগের ঘটনা বাড়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষত, এইসব শিশুরা খেলার সময় কিংবা দৌড়ানোর সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ইন্ডিয়ান পেডিয়াট্রিকসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর ২ লাখের বেশি শিশু হার্টের সমস্যায় ভোগে এবং মোট মৃত্যুর প্রায় ২৫% হৃদরোগের কারণে ঘটে। এমন ঘটনা বারবার সামনে আসায় জনমনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে চিকিৎসকরা বলছেন, হার্ট অ্যাটাকের জন্য নির্দিষ্ট কোনও বয়স নেই। তারা জানান, হার্ট অ্যাটাক নানা কারণে হতে পারে, যেমন হৃদরোগ, নিউমোনিয়া, কিংবা ডিহাইড্রেশন। তবে এক্ষেত্রে কী কারণে এসব ঘটনা ঘটছে, তা শনাক্ত করা জরুরি।

ইন্সটিটিউট অফ চাইল্ড হেলথের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অয়ন দাস বলেন, "হার্ট অ্যাটাকের কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা জরুরি। কিছু ভাইরাস, যেমন ককসাকি ভাইরাস বা হাইপারট্রফিক কার্ডিওপ্যাথি এই ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তবে সম্প্রতি শিশুরা যে জীবনযাপন করছে, তার ফলে বিভিন্ন অসুখ, এমনকি হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ছে। তবে এটা একেবারে নগণ্য পরিসরে ঘটছে, তাই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।" চিকিৎসকদের পরামর্শ, এই ধরনের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা যেতে পারে, তবে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করলে শিশুর হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

কাঁটাতারে কাচের বোতল ঝুলিয়ে দিল বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলছে বিভিন্ন ধরণের কাচের বোতল। শুক্রবার সকালে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের তিন বিঘা সীমান্তের দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায়। আর তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। বিএসএফ সূত্রে অবশ্য জানানো হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ রুখতেই এমনই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিস্থিতির জেরে নতুন করে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিএসএফ ও পুলিশের জালে বেশ কয়েকজন ধরা পড়েছে। দিন কয়েক আগেই মেখলিগঞ্জ সীমান্তে ছয়জন বাংলাদেশি ধরা পড়ে। তারপরে হলদিবাড়িতে তিস্তার চর থেকে আরও দু'জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সব কথা মাথায় রেখেই কাঁটাতারে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাচের বোতল। দুষ্কৃতীরা কাঁটাতারের বেড়ায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করলেই বেজে উঠবে বোতল। তখন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে বিএসএফ।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম নাকারের পাড়া। উলটো দিকেই রয়েছে বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা গ্রাম। এতদিন ওই দুই গ্রামের মাঝের প্রায় ছয় কিলোমিটার অংশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। এবারে ভারতের নাকারেরপাড় গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করে। গত ১০ জানুয়ারি, ভারতের দিকে থাকা গ্রামের বাসিন্দারাই বিএসএফের সহযোগিতায় জিরো পয়েন্ট ঘেঁষে লোহার খুঁটি পুঁতে কাঁটাতার লাগিয়ে বেড়া দেন। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড ও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের বাঁধা উপেক্ষা করে দুই কিলোমিটার জুড়ে বেড়া দেওয়ার কাজ করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে তাঁদের গবাদি পশু, ক্ষেতের ফসল চুরি করে নিয়ে যায়। শীতের সময় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। ওই আশংকার কথা মাথায় রেখে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কাচের বোতল।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দর ১৬৩ তম জন্ম দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন। রবিবার সকাল নয়টা নাগাদ রামকৃষ্ণ মিশন রোড এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ সহ অন্যান্য মহারাজ ও জন প্রতিনিধিরা। এরপর মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শহরে একটি প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরীতে পা মেলায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজী, সারদা দেবী সহ বিভিন্ন সাজে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজীর ছবি ও বাণী লেখা প্লাকার্ড হাতে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা। সারা শহর পরিক্রমা করে প্রভাত ফেরী শেষ হয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গনে।

স্যালাইন নিয়ে সমস্যা একাধিক জায়গায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের সরবরাহ করা রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন সহ মোট ১৪ ধরনের ওষুধ বন্ধ করার নির্দেশ জারি করে। এই সংস্থার বদলে অন্য বরাতপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা দ্রুত রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন সহ অন্যান্য ১৪ ধরনের ওষুধ সরবরাহ করবে বলেও জানানো হয়। তবে ওই স্যালাইন সমস্যা চলছে কোচবিহারের একাধিক হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল কলেজে। সমস্যা বলতে এখনও পর্যাপ্ত স্যালাইন সমস্ত জায়গায় পৌঁছায়নি। তুফানগঞ্জের হাসপাতালে বাইরে থেকে রোগীদের স্যালাইন কেনার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজেও বাতিলের তালিকায় রাখা হয়েছে দশ হাজারের বেশি স্যালাইন। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ হাজারের মতো স্যালাইন নতুন করে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছায়। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে নিষিদ্ধ স্যালাইন সরিয়ে নতুন স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, "পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ স্যালাইন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বাইরেও আমাদের পর্যাপ্ত স্যালাইন রয়েছে।।"

প্রাচীন প্রথা ও পরম্পরা মেনে কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ মন্দিরে উৎসব শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া: প্রাচীন প্রথা ও পরম্পরা মেনে কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ মন্দিরে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দীক্ষার দিন স্মরণ উপলক্ষ্যে উৎসব শুরু হল। দু'দিন ধরে চলা এই উৎসবকে ঘিরে মন্দিরে দেশ-বিদেশের প্রচুর ভক্তের সমাবেশ হয়। চৈতন্য পরিকর গদাধর দাসের প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যদেবের দারুমূর্তিকে সন্ন্যাস বেশে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। নানান আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দীক্ষার দিন স্মরণ করা হয়। দীক্ষা গ্রহণ শেষে নগরবাসীর কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করতে বেরিয়েছিলেন মহাপ্রভু, সেই স্মৃতিকে স্মরণ করতেই সন্ন্যাসবেশে সজ্জিত মহাপ্রভুকে প্রতীকী ভিক্ষা দিতে ভক্তের ভিড় কাটোয়ার গৌরাঙ্গ মন্দিরে।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে মাঘ মাসের শুক্লাতিথিতে চৈতন্যদেব নবদ্বীপের বারকোনা ঘাট থেকে নৌকা যোগে কাটোয়ায় পৌঁছে কিছুটা পায়ে হেঁটে পরম বৈষ্ণব কেশব ভারতীর আশ্রমে আসেন। আজ সেই পূণ্যভূমি গৌরাঙ্গ বাড়ি নামে সকলের কাছে পরিচিত। তিনি দাঁড়ালেন পুণ্যতোয়া গঙ্গার ধারে গন্ধেশ্বরী ঘাটে। পণ্ডিত প্রবর কেশব ভারতীর আশ্রমের তখন বৈষ্ণব মহাজনদের ভিড়। আজও সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ বৈষ্ণব দীক্ষাস্থলীতে আসা ভক্তদের নত মস্তকে শ্রদ্ধা জানায় বলে ভক্তদের বিশ্বাস। সন্ন্যাস স্থলে আজও গুরু কেশব ভারতীর সমাধি সহ চৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডণের স্থান সবই রক্ষিত আছে। কাটোয়ায় পৌঁছে প্রথমদিন সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাথমিক পর্ব সাঙ্গ হলে চৈতন্যদেব মানব প্রেম বিলোতে সপার্ষদ রাঢ় ভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য, গদাধর পণ্ডিত, অবধূতচন্দ্র, শ্রীমুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দের মত মহাজ্ঞানী মহাজনের উপস্থিতে ক্ষৌরকার মধু পরামানিক নিমাইয়ের মস্তক মুন্ডন করেছিলেন। সেবাইতরা কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়িতে সব কিছুই রক্ষিত রেখেছেন। এই সন্ন্যাসস্থলেতেই ১৮৮১ সালে তৈরি হয় শ্রী গৌরাঙ্গ মন্দির। আজও কাটোয়ায় নিমাইয়ের সন্ন্যাস দীক্ষা স্থল অটুট আছে। আছে সেই পিপল গাছে অবশিষ্টাংশ। আছে কেশব ভারতীর সমাধি। আছে চৈতন্য পরিকর গদাধর দাসের সমাধি। আর আছে গদাধর দাসের প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গের দারু মূর্তি। গৌরাঙ্গের নিত্য পুজো হয়। পুণ্যলাভের আশায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৈষ্ণবভক্তরা চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দীক্ষাস্থল কাটোয়ার গৌরাঙ্গ বাড়িতে নত মস্তকে স্পর্শ করে বাড়ি ফেরেন। মানব প্রেমের সন্নত স্মারক গৌরাঙ্গবাড়ি কাটোয়াবাসীর গর্ব। শুধু কাটোয়া নয় বরং এদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে এবার সুদূর রাশিয়া থেকে ভক্তরা এসেছেন নিমাই সুন্দরের সন্ন্যাসীরূপ দর্শন করে পুণ্য অর্জন করতে।

এসইউভি সেগমেন্টের সবচেয়ে নিরাপদ যান স্কোডা কাইলাক

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার প্রথম ৪ মিটারের কম-উচ্চতা সহ এসইউভি, কাইলাক, ভারত এনসিএপি (নতুন গাড়ি মূল্যায়ন প্রোগ্রাম) টেস্টে ৫-স্টার নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন পেয়েছে। কুশাক এবং স্লাভিয়ার মতোই কাইলাক এখন ভারত এনসিএপি টেস্টে অংশ নেওয়া প্রথম স্কোডা গাড়ি হয়ে উঠেছে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ২.০ গাড়ি উভয়ই তাদের নিজ নিজ গ্লোবাল এনসিএপি ক্র্যাশ পরীক্ষায় প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয়ের সুরক্ষার জন্য ৫-স্টার নিরাপত্তা রেটিং পেয়েছিল। এর প্রতিটি ভেরিয়েন্ট ২৫টিরও বেশি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সজ্জিত। শক্তিশালী MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে, কাইলাককে ভারতীয় রাস্তা এবং ড্রাইভিং পরিস্থিতির জন্য ডিজাইন করা উন্নত বৈশিষ্ট্যের সাথে উন্নত প্রকৌশলকে একত্রিত করে। গাড়িটিতে ছয়টি এয়ারব্যাগ, ইলেকট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল, রোল ওভার প্রোটেকশন, হিল হোল্ড কন্ট্রোল, মাল্টি-কলিশন ব্রেকিং এবং XDS+ রয়েছে। একইসাথে নিরাপত্তা-প্রথম দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, হট-স্ট্যাম্পড স্টিল নির্মাণ এবং আপডেটেড ক্র্যাশ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কেবিন সুরক্ষা এবং ক্র্যাশ প্রতিরোধকে আরও উন্নত করে তুলেছে। এই বিষয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পেটার জেনেবা বলেছেন, “২০০৮ সাল থেকে, বিশ্বব্যাপী স্কোডার প্রতিটি গাড়ি ক্র্যাশ টেস্টিং এর মধ্য দিয়ে গেছে এবং ভারতে ৫-স্টার সেফটি রেটিং পেয়েছে, যা নিরাপত্তার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। এই রেটিং টি ভারতীয় রাস্তায় ইউরোপীয় প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা, যা একটি গাড়ি নির্মাণের অন্যতম ভিত্তি।”

বিনিয়োগ সম্পর্কিত ফ্রড রুখতে অ্যাঞ্জেল ওয়ান-এর সতর্কবার্তা

শিলিগুড়ি: ফিনটেক সেক্টরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোম্পানি অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেড এবার ‘অ্যাঞ্জেল ওয়ান’ এবং কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নামের অপব্যবহার করে বানানো প্রতারণামূলক সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপের প্রসার সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করা শুরু করেছে। অ্যাঞ্জেল ওয়ান সনাক্ত করেছে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে থাকা প্রতারণামূলক গ্রুপগুলি অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সেবি নিবন্ধন/অনুমতি ছাড়াই সিকিউরিটিজ-সম্পর্কিত পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান, পাশাপাশি সেবি-র অনুমোদন ছাড়াই সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত রিটার্ন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অননুমোদন দাবি করা। হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপগুলি বেআইনিভাবে এবং প্রতারণা করে অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের নাম এবং লোগো এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নাম এবং ছবির অপব্যবহার করছে। যা সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের বিশ্বাস করাচ্ছে যে তারা অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত। “আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে সিকিউরিটিজ মার্কেটে অননুমোদিত বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান বা রিটার্নের নিশ্চয়তা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিনিয়োগকারীদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের থেকে দাবি করা যেকোনও তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য অনুরোধ করছি। বৈধভাবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা এবং অনুমোদিত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত। কোনও জাল অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েব লিঙ্ক, বা ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ/টেলিগ্রাম গ্রুপের সঙ্গে অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সংযোগ নেই এবং প্রতারণামূলক অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব লিঙ্কের মাধ্যমে হওয়া লেনদেনের ফলে হওয়া আর্থিক ক্ষতি বা পরিণতির জন্য কোম্পানি দায়ী থাকবে না।”

অ্যাঞ্জেল ওয়ান স্পষ্ট জানিয়েছে যে এটি গ্রাহকদের কোনও সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে যুক্ত করে না; মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্যের দাবি করে না; অননুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে তহবিল চায় না; বা নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় না। সমস্ত বৈধ লেনদেন শুধুমাত্র অ্যাঞ্জেল ওয়ানের অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি শুধুমাত্র অফিসিয়াল সোর্স এবং অনুমোদিত অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করা উচিত।

মহাকুম্ভমেলা উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য সেরা অফার নিয়ে এসেছে ভি

শিলিগুড়ি: ১২ বছরে একবার অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভমেলা, যা এই বছর ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারিপর্যন্ত চলবে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে, যেখানে প্রায় ৪০ কোটি তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে ভি তার গ্রাহকদের জন্য সেরা অফার নিয়ে হাজির হয়েছে। এই মহাকুম্ভ মেলাটি সরাসরি দেখতে পাওয়ার জন্য ভারতের শীর্ষ টেলিকম অপারেটর, ভি শেমারু-এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা ভি মুভিজ এবং টিভি তে মেলাটি লাইভ-স্ট্রিম করতে পারবে। ভি গ্রাহকরা মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা এবং মহা শিবরাত্রিতে শাহী স্নানের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন, যেখানে সাধু-সন্ত এবং ভক্তরা পবিত্র জলে স্নান করবেন। এমনকি,তারা এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট, আখড়া ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের সহায়তাকারী বিশাল অবকাঠামোর গল্প উপভোগ করতে পারবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভি সকলকে সংযুক্ত করার জন্য প্রযুক্তিকে যোগ করছে, যেখানে টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহর থেকে প্রায় ৬০% নতুন ওটিটি দর্শক যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, মহাকুম্ভ মেলাকে সকলের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে ভি মুভিজ এবং টিভি অ্যাপ অথবা শেমারু ট্যাবের মাধ্যমে তারা সরাসরি মেলাটি দেখতে পারবেন। ভি ভারতে তার 4G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করে, ৪৬,০০০ টি নতুন সাইট যুক্ত করার সাথে সাথে ৫৮,০০০+ এরও বেশি ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ওপেনসিগন্যাল-এর ২০২৪ এর নভেম্বর মাসের প্রতিবেদন অনুসারে, লাইভ ভিডিও অভিজ্ঞতা, ডাউনলোড এবং আপলোড গতি এবং গেমিং পারফরম্যান্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে নেটওয়ার্কটি সেরা স্থানও অর্জন করেছে।

QLED টিভির প্রিমিয়াম রেঞ্জের সাথে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেছে জেভিসি

কলকাতা: জেভিসি, জাপানি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় টিভি বাজারে প্রবেশ করার ঘোষণা করেছে। ১৯২৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডটি প্রিমিয়াম প্রযুক্তি এবং অতুলনীয় অডিও-ভিজ্যুয়াল সেক্টরে অগ্রণী কোম্পানি, প্রিমিয়াম স্মার্ট QLED টেলিভিশনের একটি নতুন পরিসর লঞ্চ করেছে। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ৯৭ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, জেভিসির নতুন টেলিভিশন পরিসর, এআই ভিশন সিরিজের অংশ যা HDR10 এবং ১ বিলিয়ন রঙের সাথে একটি ব্যতিক্রমী দেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ডলবি অ্যাটমস সাউন্ডের সাথে টিভিগুলি ৮০-ওয়াট শক্তিশালী আউটপুট সহ নিমজ্জিত অডিও সরবরাহ করে। জেভিসি, এই প্রথম ভারতে ৪০-ইঞ্চি QLED টিভি চালু করেছে। ব্র্যান্ডের লক্ষ্য হল বিনোদনের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করা এবং টেলিভিশন শিল্পে উদ্ভাবন অব্যাহত রাখা। এই পরিসরে ৩২ ইঞ্চি থেকে ৭৫ ইঞ্চি পর্যন্ত ৭টি QLED টিভি রয়েছে, যার দাম ১১,৯৯৯ টাকা থেকে ৮৯,৯৯৯ টাকা পর্যন্ত। প্রজাতন্ত্র দিবসের সেলের জন্য এই নতুন টিভিগুলি ১৪ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে অ্যামাজন -এ একচেটিয়াভাবে পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা অ্যামাজন ইন্ডিয়া ক্রেডিট কার্ড এবং ইএমআই লেনদেনে ১০% তাৎক্ষণিক ছাড়ের সুযোগ পাবে। এই বিষয়ে জেভিসি টিভি ইন্ডিয়ার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ পল্লবী সিং বলেন, “আমরা ভারতীয় বাজারে নতুন জেভিসি টেলিভিশনের সম্ভার নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস অ্যামাজনের সাথে অংশীদারিত্ব করে এই টিভিগুলি গ্রাহকদের কাছে প্রথম পছন্দ হয়ে উঠবে। গ্রাহকরা তাঁদের প্রিয় টিভি শো, সিনেমা বা খেলাধুলা যাই উপভোগ করতে চান, আমাদের টেলিভিশনগুলি সকলের, সব চাহিদা পূরণ করবে।”

সিম্বায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য আবেদন আহ্বান করছে

শিলিগুড়ি/দুর্গাপুর: সিম্বায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল ডিমড ইউনিভার্সিটি ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য স্নাতক প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন আহ্বান করেছে সিম্বায়োসিস এন্ট্রান্স টেস্ট (এসইটি) এবং এসআইটি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টান্স একজাম-এর (এসআইটিইইই) মাধ্যমে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১২ এপ্রিলের মধ্যে অফিসিয়াল পোর্টালের মাধ্যমে তাদের আবেদন জমা দিতে পারবেন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষাগুলি ৫ মে ও ১১ মে অনুষ্ঠিত হবে, ফলাফল ঘোষণা করা হবে ২২ মে। প্রার্থীদের জন্য প্রতিটি পরীক্ষায় তাদের স্কোর উন্নত করার জন্য দুটি চেষ্টা করার সুযোগ রয়েছে। এসইটি জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিচ্যুড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং অ্যানালিটিক্যাল ও লজিক্যাল রিজনিং বিষয়ে প্রার্থীদের মূল্যায়ন করবে। এসআইটিইইই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথেমেটিক্সের উপর কেন্দ্রিত হবে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রার্থীদের অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রতি পরীক্ষার জন্য ২২৫০ টাকা এবং প্রতি প্রোগ্রামের জন্য ১০০০ টাকা অপ্রত্যাবর্তনীয় ফি জমা দিতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটর মিজোরামে টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম চালু করল

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) মিজোরামের আইজলে সরকারি ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তাদের ৬৭তম টয়োটা টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম (টি-টিইপি) চালু করেছে। মিজোরাম সরকার এবং জোট টয়োটার সহযোগিতায় শুরু হওয়া এই উদ্যোগের লক্ষ্য অটোমোটিভ দক্ষতার মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এই প্রোগ্রামে একটি নতুন ‘স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিকগনিশন’ (স্টার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা যোগ্য শিক্ষার্থীদের বছরে ৫১,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করবে। টিকেএম এই কেন্দ্রে পরিকাঠামো, ই-লার্নিং কন্টেন্ট এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জামে ১.৫ মিলিয়ন টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, টি-টিইপি ১৩,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যাদের মধ্যে ৭০%-এর বেশি অটোমোটিভ সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। প্রোগ্রামটি আরও ১০টি রাজ্য এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সম্প্রসারিত হবে, যা ভারতের ‘স্কিল ইন্ডিয়া’ এবং ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ লক্ষ্যের প্রতি টিকেএম-এর সমর্থনের প্রতিশ্রুতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারত মোবিলিটি এক্সপো ২০২৫-এ প্রদর্শিত হতে চলেছে ইসুজু মোটরসের নতুন ধারণা

কলকাতা: ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া, ভারত মোবিলিটি এক্সপো ২০২৫-এ তাদের ডি-ম্যাক্স ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকেল (বিইভি) প্রোটোটাইপ লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে, যেখানে তারা তাদের বৈদ্যুতিক মোবিলিটি ধারণা পিকআপ গাড়িটি প্রদর্শন করবে। থাইল্যান্ডে প্রথম চালু হওয়া এই গাড়িটি পিকআপ ট্রাকের কর্মক্ষমতা বজায় রেখে বাণিজ্যিক এবং যাত্রীবাহী যানবাহনের চাহিদা পূরণ করে। এটি টেকসই উদ্ভাবনের দিকে ইসুজুর যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই কনসেপ্ট গাড়িটি ফুল-টাইম 4WD সিস্টেমদিয়ে সাজানো, যার সামনে এবং পিছনে নতুনভাবে তৈরি ই-অ্যাক্সেল রয়েছে। গাড়িটি রুক্ষ রাস্তাতেও চমৎকার কর্মক্ষমতা প্রদান করে। এর শক্তিশালী ফ্রেম এবং বডি ডিজাইনের সাথে, বিদ্যমান ডিজেল মডেলগুলির মতোই ভালো পারফর্ম করবে। ইসুজু, এই এক্সপোতে তার ডি -ম্যাক্স বিইভি ছাড়াও ডি -ম্যাক্স এস-ক্যাব জেড এরও প্রদর্শন করবে, উভয়ই তাদের স্থায়িত্ব এবং দক্ষতার জন্য পরিচিত। ডি -ম্যাক্স বিইভি-এর সাথে এই যানবাহনগুলি ব্র্যান্ডের নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী যানবাহন সরবরাহের ঐতিহ্যের অংশ, যা ‘এখন... এবং সর্বদা’ ভারত মোবিলিটি থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০২৪ সালে, ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী সিটিতে তাদের কারখানায় এক লক্ষ গাড়ি উৎপাদনের মাইলফলক অর্জন করেছিল, যা এই জনপ্রিয় ইসুজু ডি-ম্যাক্স মডেলের সূচনা করে। এই অর্জন, ভারত থেকে বাণিজ্যিক যানবাহনের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক হিসেবে এর শক্তিশালী অবস্থানের সাথে সাথে, ইসুজুর ‘মেক-ইন-ইন্ডিয়া’ প্রতিশ্রুতিকে আবারও পুনর্ব্যক্ত করেছে। ইসুজু উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মী বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি করছে। কোম্পানির সাথে বর্তমানে ২২% প্রতিভাবান মহিলা জড়িত রয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়নের প্রতি ইসুজুর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। ইসুজুর “নেভার স্টপ” দর্শনটি তার কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, যা তার যানবাহন এবং উদ্ভাবনী গতিশীলতা সমাধানগুলিতে গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং উদ্ভাবন নিশ্চিত করে।

নারায়ণ সেবা সংস্থার সাথে শিলিগুড়ি ক্যাম্পের ১৬০ জন প্রতিবন্ধীর জীবনে নতুন মোড়

শিলিগুড়ি: নারায়ণ সেবা সংস্থা, শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের শিবম প্যালেসে একটি নারায়ণ লিম্ব অ্যান্ড ক্যালিপার্স ফিটমেন্ট ক্যাম্পের আয়োজন করে, যেখানে ১৬০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিনামূল্যে হয়ছে। সংস্থা কৃত্রিম অঙ্গ এবং ক্যালিপার প্রদান করে তাদের জীবন বদলে দিয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে ১৫টিরও বেশি স্থানীয় সংগঠন অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণ করার জন্য সংস্থা এদের প্রশংসাপত্রের সাথে সম্মান জানায়। একইসাথে এখানে বিধায়ক ডঃ শঙ্করলাল ঘোষ এবং এসডিও আইএএস অবধ সিংহল, সিআরপিএফ মেডিকেল ডিআইজি বিনোদ কুমার, উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি সেবা ট্রাস্টের সভাপতি গঙ্গাধর নকিপুরিয়া এবং সমাজসেবী মুকেশ কুম্ভাতের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণ সেবার এই প্রশংসনীয় কাজের ব্যাপারে বলতে গিয়ে ডঃ ঘোষ বলেন যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবারও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে অত্যন্ত ধন্যবাদ। সংস্থার সেবা কেবল তাদের জীবনই বদলাচ্ছে না বরং সমাজকে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করছে। আইএএস অবধ সিংহল বলেন, "রাজস্থান থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত নারায়ণ সেবা সংস্থার পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনাদের উদ্যোগ প্রকৃতই অনুপ্রেরণামূলক।" প্রতিষ্ঠানের ৫০ সদস্যের দল সফলভাবে এই শিবিরটি পরিচালনা করেছে, যেখানে ১৩০ জনকে নারায়ণ কৃত্রিম অঙ্গ এবং ৩০ জনকে ক্যালিপার দিয়ে সহায়তা করেছে। সুবিধাভোগীরা তাদের নতুন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শনের জন্য একটি কুচকাওয়াজ আয়োজন করেন। শিবিরের তত্ত্বাবধান করেন অচল সিং ভাটি, যিনি মেওয়ারি স্টাইলে সকল বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান।কৈলাস মানব ১৯৮৫ সালে নারায়ণ সেবা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন, যা "মানব সেবাই নারায়ণ সেবা" নীতিতে পরিচালিত। মানব কল্যাণ সংস্থার জন্য তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

প্রশান্ত আগরওয়ালের নেতৃত্বে, এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে সাহায্য করেছে। বর্তমানে, এই প্রতিষ্ঠানটি বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধীদের থমকে পড়া জীবনকে পুনরায় ট্র্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

ভি-এর সঙ্গে লায়নসগেট প্লে-র অংশীদারিত্ব

শিলিগুড়ি: ভি, ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, ভি মুভিস এন্ড টিভি-তে প্রিমিয়াম কনটেন্ট অফার করতে লায়নসগেট প্লে-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব হলিউড চলচ্চিত্র, মেইন সিরিজ, আন্তর্জাতিক হেডলাইনস এবং আরও অনেক কনটেন্ট সহ টপ-লেভেল কনটেন্ট নিয়ে এক এক্সক্লুসিভ লাইব্রেরি তৈরি করেছে। বিদ্যমান এবং নতুন গ্রাহকদের জন্য থাকছে সমস্ত ভি মুভিস এবং টিভি সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের সঙ্গে লায়নসগেট প্লে। এই অংশীদারিত্ব ভি এর ওটিটি পোর্টফোলিওকে প্রসারিত করে। সাশ্রয়ী মূল্যে কনটেন্টের একটি বৈচিত্র্যময় লাইব্রেরির সুবিধা নিয়ে এসেছে। ভি মুভিস এন্ড টিভি শীর্ষস্থানীয় ওটিটি থেকে ডিসনি+ হটস্টার, সনিলিভ, জিফাইভ এবং আরও অনেক চ্যানেল সহ এক বিশাল রেঞ্জের কনটেন্ট দেবে।

অ্যাপটিতে তিরিশটির বেশি লাইভ নিউজ চ্যানেল সহ ৩০০+ লাইভ টিভি চ্যানেল থাকবে। লায়ন্সগেট প্লে-এর কন্টেন্ট লাইব্রেরিতে জন উইক, দ্য হাঙ্গার গেমস এবং স'-এর মতো ব্লকবাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকছে। সেইসঙ্গে সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড শোগুলোও অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। এই অংশীদারিত্বটি টপ-ক্লাস বিনোদন প্রদান এবং ভারতীয় দর্শকদের ক্রমবর্ধমান স্বাদ এবং পছন্দের জন্য তৈরি একটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় কনটেন্ট ইকোসিস্টেম তৈরি করে।

শুরু হতে চলেছে পিসিইবি-এর পেনাং রোড-শো টু ইন্ডিয়া ২০২৫-এর অষ্টম সংস্করণ

কলকাতা: পেনাং কনভেনশন অ্যান্ড এক্সিবিশন ব্যুরো (PCEB) এই বছরের ১৩ থেকে ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত পেনাং রোড-শো টু ইন্ডিয়া ২০২৫-এর অষ্টম তম সংস্করণের আয়োজন করেছে। এই বার্ষিক উদ্যোগটি ২০১৭ তে শুরু হয়েছিল এবং কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ও টানা দুই বছর ধরে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই "ডিসকভার পেনাং" রোড-শোটি পেনাংয়ের পর্যটন এবং ব্যবসায়িক ইভেন্ট সেক্টরের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, যা ভারতীয় বাজারের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য পিসিইবি-এর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এটি এই মাসে মুম্বাই, নয়াদিল্লি, কলকাতা এবং চেন্নাইতে যেখানে প্রায় ২০০ জন ক্রেতা এবং ৩০ জন মিডিয়া প্রতিনিধির উপস্থিতির সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০২৫ সালের রোড-শোতে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের পেনাং এবং চেন্নাইয়ের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ রয়েছে, যা পেনাং এবং ভারতীয় বাজার উভয়ের জন্যই একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ফ্লাইটটি বেঙ্গালুরু, দিল্লি, কলকাতা এবং মুম্বাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলি সহ ৩২টি ভারতীয় শহরের যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে এবং এতে ৩০ কেজি ব্যাগেজ পর্যন্ত ক্যারি করা যাবে।

এমনকি, মালয়েশিয়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা ছাড়ের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়িয়েছে, যার ফলে যাত্রীরা ভিসা ছাড়াই ৩০ দিন পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে।

এই বিষয়ে পিসিইবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অশ্বিন গুণাসেকরন বলেন, "এই নতুন সংযোগটি আঞ্চলিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে, পেনাং-এ অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং সহযোগিতাকে আরও উৎসাহিত করবে। আমরা নিশ্চিত, রোড-শোটি ক্রেতার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং পর্যটন ও ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে।"

এই রোড-শোতে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ধরণের প্রদর্শনীও প্রদর্শিত হবে, যার মধ্যে এ ট্রিবিউট পোর্টফোলিও রিসোর্ট, মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড এক্সিহিবিশন সেন্টার, মিটওয়েজ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্যুরস এসডিএন বিএইচডি, অস্কার হলিডেস এসডিএন বিএইচডি, ট্যুরিজ্ম মালয়েশিয়া এবং ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স -এর মতন বিশিষ্ট কোম্পানিগুলি জড়িত রয়েছে।

এই অন্যতম ব্যবসায়িক ইভেন্টটি গন্তব্য হিসেবে সেরা খ্যাতির সাথে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা এটিকে ভারতীয় ক্রেতা এবং অংশীদারদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তুলেছে।

বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন উদ্যোগ বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ধন নিফটি আলফা লো ভোলাটিলিটি ৩০ ইনডেক্স ফান্ড চালু করার ঘোষণা করেছে, একটি ওপেন-এন্ডেড প্ল্যান যা দুটি বিনিয়োগের কারণকে একত্রিত করে: আলফা এবং নিম্ন অস্থিরতা। কম অস্থিরতার সাথে মিউচুয়াল ফান্ড ঐতিহাসিকভাবে তৈরি আলফা স্টকগুলিকে তহবিলগুলিকে নির্বাচন করে, যা নিফটি আলফা লো ভোলাটিলিটি ৩০ সূচককে ট্র্যাক করে। এই পদ্ধতিটির লক্ষ্য হল অনিশ্চিত বাজারে স্থিতিশীলতা প্রদানের সময় শক্তিশালী বৃদ্ধির সুযোগগুলি ক্যাপচার করা। উচ্চ-ঝুঁকির বিনিয়োগকারীদের জন্য যারা তাদের পোর্টফোলিওতে একটি গতিশীল, বহু-ফ্যাক্টর কৌশল যুক্ত করতে চাইছেন, বিশেষ করে তাদের জন্য এই ফান্ডটি ডিজাইন করা হয়েছে। তহবিল অফার (এনএফও) টি ২০২৫ এর ৮ জানুয়ারী থেকে ২০জানুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকবে। এটি বিনিয়োগে বৈচিত্র্য নিয়ে আসবে, দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ তৈরি করতে এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। বিনিয়োগকারীরা অনুমোদিত মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে বা অনলাইনে কিনতে পারেন। উপরন্তু, তারা সরাসরি https://bandhanmutual.com/nfo/bandhan-nifty-alpha-low-volatility-30-index-fund/ পোর্টালও ভিজিট করতে পারেন। তহবিলের প্রস্তাবনা তুলে ধরে, বিশাল কাপুর, সিইও, বন্ধন এএমসি, বলেছেন, "আজকের বিনিয়োগকারীদের এমন কৌশল প্রয়োজন যা সতর্কতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। আমাদের বন্ধন নিফটি আলফা লো ভোলাটিলিটি ৩০ ইনডেক্স ফান্ডের কৌশলটির লক্ষ্য হল আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার জন্য নিম্ন অস্থিরতার সাথে বৃদ্ধির সম্ভাবনার জন্য আলফাকে একত্রিত করে বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শক্তিশালী ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন প্রদান করা।"

ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ডের সাথে উদযাপন করুন ফসল কাটার মরসুম

কলকাতা: ভারতে ফসল কাটার মরশুমটি অতি আনন্দের সাথে পালিত হয়, যা বাংলায় মকর সংক্রান্তি, দক্ষিণে পোঙ্গল এবং অন্যান্য অঞ্চলে লোহরি, বিহু বা বৈশাখী নামে পরিচিত। এই উৎসবটি সাধারণত সকলের সাথে মিষ্টি মুখ করেই উদযাপন হয়, তবে এই বছর স্বাস্থ্যকে আগে রেখে একটু অন্যরকমভাবে উদযাপন করুন। ২০২৫ সালে, এই এই উৎসবে ১৫টি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ড যোগ করে ফসল কাটার মরশুমকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলুন। এই উপলক্ষকে উদযাপন করে নিজের ডায়েট সম্পর্কে সচেতন হওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল এবং স্থূলতার মতো সমস্যা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, প্রতি বছর আনুমানিক ষাট মিলিয়ন ভারতীয় এই রোগে আক্রান্ত হয়, যার ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতি হতে পারে। তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে এখন থেকেই সঠিক অভ্যাস গড়ে তুলুন ডায়েটে বাদাম যোগ করে। প্রতিদিন ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ড খেলে সহজেই ওজন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, এর মধ্যে রয়েছে হাই ফাইবার এবং তৃপ্তিদায়ক বৈশিষ্ট্য। একইসাথে এই বাদাম খিদা নিয়ন্ত্রণ, টেকসই শক্তি, কোলেস্টেরল হ্রাস এবং এলডিএল কমাতে সাহায্য করে এবং এটি হৃদরোগের ক্ষেত্রেও বিশেষ উপকারী।

এই বিষয়ে রিতিকা সমাদ্দার, আঞ্চলিক প্রধান - ডায়েটিক্স, ম্যাক্স হেলথকেয়ার - নয়াদিল্লি, বলেন, "উৎসব মানেই মিষ্টান্ন খাওয়া, তবে মিষ্টির পরিবর্তে বাদামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান খাওয়ার কথা বিবেচনা করুন। বাদামে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার, প্রোটিন এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ, যা হৃদরোগের স্বাস্থ্য, রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে উৎসবকে করে তুলুন আরও স্বাস্থ্যকর।"

প্রিমিয়াম ইভি টেকনোলজিকে ডেমোক্রেটাইজ করতে চলেছে মাহিন্দ্রা

হাওড়া: মাহিন্দ্রা, আনলিমিট ইন্ডিয়া টেক ডে উদযাপন করে তার ফ্ল্যাগশিপ ইলেকট্রিক অরিজিন SUV-এর টপ-এন্ড (প্যাক থ্রি) BE 6 এবং XEV 9e ভেরিয়েন্টের দাম ঘোষণা করেছে। নভেম্বর ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত আনলিমিট ইন্ডিয়া ইভেন্টের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে দাম ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। মাহিন্দ্রা, প্রথম পর্বে BE 6 এবং XEV 9e উভয়ের জন্য বিশেষভাবে প্যাক থ্রি লঞ্চ করবে, যা একটি হাই-এন্ড বিলাসবহুল EV। কোম্পানিটি পণ্যটিকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করতে "থ্রি ফর মি" নামে একটি অনন্য প্রোগ্রামও চালু করছে, এটি নিশ্চিত করে যে প্যাক থ্রি ভেরিয়েন্টগুলি ছয় বছরের শেষে একটি বেলুন পেমেন্ট সহ, প্যাক ওয়ান হিসাবে একই মাসিক ইএমআই-তে মালিকানা পেতে পারে। আনলিমিট ইন্ডিয়া ইভেন্টে দর্শকরা BE6 এবং XEV 9e-এর জন্য প্যাক ওয়ান অফার প্রত্যক্ষ করেছিল, যা প্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং আরামের মিশ্রন অফার করে। এই সিস্টেমটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে রিয়েল-টাইম আপডেট, নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ এবং বিদ্যুত-দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ শক্তিও অফার করে। "থ্রি ফর মি" প্রোগ্রামের অধীনে BE 6 প্যাক থ্রি এবং XEV 9E প্যাক থ্রি যথাক্রমে ₹৩৯,২২৪ এবং ₹৪৫,৪৫০ এর মাসিক ইএমআই সহ উপলব্ধ। BE ৬ প্যাক থ্রির দাম যথাক্রমে ₹২৬.৯ লাখ* এবং ₹৩৯,২২৪ /মাস। XEV 9e প্যাক থ্রির দাম ₹৩০.৫ লাখ* এবং ₹৪৫,৪৫০/মাস। একই সাথে, স্কিমটি ১৫.৫% পর্যন্ত ডাউন পেমেন্ট এবং ৬ বছরের শেষে ₹৪.৬৫ লাখের বেলুন পেমেন্ট অফার করে। এই বিষয়ে মন্তব্য করে ভিজায় নাকরা, প্রেসিডেন্ট, অটোমোটিভ সেক্টর মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড এবং যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মাহিন্দ্রা ইলেকট্রিক অটোমোবাইল লিমিটেড, বলেছেন, "ইলেকট্রিক অরিজিন এসইউভিগুলিতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়ে আমরা সত্যিই আনন্দিত। ফলে এই বছরের ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে আমরা BE 6 এবং XEV 9e-এর জন্য 79 kWh-এ বৈশিষ্ট্য-লোড করা প্যাক থ্রি-এর বুকিং শুরু করব, যার ডেলিভারিগুলি মার্চ 2025 এর প্রথম দিকে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।"

ল্যান্সডাউন হলে আলোর রোশনাই

উত্তর দিনাজপুরের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: উত্তর দিনাজপুর জেলার যুবকের মরদেহ উদ্ধার দিনহাটার শিব প্রসাদ মুস্তাফি এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য এই তথ্য জানান। প্রসঙ্গত আজ সকালে দিনহাটার সাবেক ছিটমহল শিবপ্রসাদ মুস্তাফিতে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মরদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা প্রথমে দেখতে পেয়ে নয়ারহাট তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং তদন্ত শুরু করে। অবশেষে মৃত অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবকের পরিচয় উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয় মৃত যুবকের নাম প্রিয় দাস বয়স আনুমানিক ২৩ বছর। এই যুবকের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে বলে জানা গিয়েছে। আরও জানা যায় মৃত যুবকের গলায় শ্বাসরোধের চিহ্ন রয়েছে। এদিন বিকেলে মরদেহ উদ্ধারের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র, সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিত কুমার শা, দিনহাটা মহকুমা সার্কেল ইন্সপেক্টর দীপাঞ্জন দাস। পরিদর্শনের পর সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ধীমান মিত্র বলেন মরদেহ উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বৃদ্ধকে হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার জামাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশলপুরে চাকু দিয়ে নৃশংসভাবে বৃদ্ধকে হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার জামাই। পুলিশি জেরাতে খুনের কথা স্বীকার অভিযুক্তর। খুনের প্রকৃত কারণ কি। আরো কেউ জড়িত রয়েছে কি না? সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খুনে ব্যবহার করা অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টায় পুলিশ। অন্যদিকে জসিমুদ্দিনের স্ত্রী সাহানা এখনও মালদহ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার গভীর রাতে কুশলপুরের বাসিন্দা জসিমুউদ্দিন এবং তার স্ত্রী সাহেনা বিবিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়। মৃত্যু হয় জসিমুদ্দিনের। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তারপরেই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছোট মেয়ের স্বামী মোজাম্মেল হক। চাঁচলের শিহিপুর থেকে গ্রেপ্তার হয় মোজাম্মেল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে জসিমুদ্দিনের তিনটি বিয়ে ছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছোট জামাই এই মোজাম্মেল। বেশ কিছুদিন ধরে শশুরের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। তার সন্দেহ ছিল তার শশুর ওঝা গুনি করে তার শরীর খারাপ করেছে। এই নিয়ে স্ত্রীকে হুমকি দিত সে। দীর্ঘদিন ধরে এই বিবাদ চলছিল। তারপর এই ঘটনা। যদিও শুধুমাত্র এই কারণ নাকি ভেতরে রয়েছে আরও রহস্য, খতিয়ে দেখছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা মেখলিগঞ্জ সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে কাঁটাতরের বেড়া দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা সীমান্তে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা গ্রামে। ১০ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম্য চলছে ওই এলাকায়। কেউ তা নিয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে চোরাকারবারীরা তাকে ভয় দেখায় বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় তারা কাঁটাতার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) জওয়ানরা। শেষপর্যন্ত বিজিবির বাঁধা উপেক্ষা করে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দেয় ভারতীয় বাসিন্দারা। উত্তেজনা প্রশমনে বিএসএফ ও বিজিবির কর্তাদের মধ্যে তা জিয়া একটি বৈঠক হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, “সীমান্তে যাতে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায় তার উপরে আলোচনা হয়েছে। সবাই সেই বিষয়ে সম্মত হয়েছে।”

দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ভারতীয় ভূখন্ডে বাংলাদেশের একটি অংশ। একসময় ওই অংশে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ থেকে কোনও রাস্তা ছিল না। ১৯৯২ সালে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির মাধ্যমে তিনবিঘা করিডোর নিরানব্বই বছরের লিজ দেওয়া হয়েছে। ওই করিডোর দিয়ে ওই অংশের মানুষ নিয়মিত বাংলাদেশে যাতায়াত করেন। আর এই সুয়োগকে কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বাসিন্দারা জানান, সেখানে প্রায় ছয় কিলোমিটার সীমান্ত উন্মুক্ত ছিল। সেই সীমান্ত দিয়ে অবাধে চোরাচালান করা হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দিনের বেলা ওই করিডোর দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর গরু বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। গরু পাচারের ফলে ওই সীমান্তের ভারতীয় কৃষি জমির ফসল নষ্ট হওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির জেরে ওই খোলা সীমান্ত নিয়ে ভারতীয় গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষোভ বাড়ছিল। এদিন সকালে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। আর সেই কাজে প্রথমে বাঁধা দেয় বাংলাদেশের বাসিন্দারা। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বিজিবি। ভারতীয় বাসিন্দারা কোনও ভাবেই হাল ছাড়েননি। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ায় বিএসএফ। শুরু হয় বেড়া দেওয়ার কাজ। মেখলিগঞ্জের নাকারেরপাড় গ্রামের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য স্থানীয় শেফালী রায়ের স্বামী অনুপ রায় বলেন, “ছয় কিলোমিটারের মধ্যে দুই কিলোমিটার বেড়া দেওয়া হয়েছে। বাকি অংশে দেওয়া হবে।”

রাস্তার কাজের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পাঁচ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা তৈরীর শুভারম্ভ মন্ত্রী উদয়নের। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩.৯ কিমি রাস্তার শুভারম্ভ করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। জানা যায় দিনহাটা ২ নং ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জায়গীর বালাবাড়ি থেকে শুরু করে বামনহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ি পর্যন্ত পেভার ব্লকের মাধ্যমে তৈরি হবে এই রাস্তাটি। আজ এই রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভারম্ভ কর্মসূচিতে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য, বামনহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা বর্মন, বামনহাট ১ নং অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তাপস বসু, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উপেন সরকার ছাড়াও বিপুলসংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা।

মৌমাছির কামড়ে ঠাঁই হলো হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট: এসেছিলেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আত্মীয়র শারীরিক খোঁজখবর নিতে অবশেষে মৌমাছির কামড়ে তাদেরও ঠাঁই হলো হাসপাতালে ওয়ার্ড। শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাট হাসপাতালে দশ তলার বাইরের দিকে দেওয়ালে উপরে গড়ে ওঠা মৌমাছির চাক থেকে হঠাৎ করেই শয়ে শয়ে মৌমাছি উড়তে শুরু করে। হাসপাতালে মূল গেটের সামনে রোগীর আত্মীয়রা অপেক্ষা করেন। সেখানেই বসে থাকা সাধারণ মানুষের উপর চড়াও হয় মৌমাছির দল। আর এতেই আহত হয়েছেন প্রায় পাঁচ জন রোগীর আত্মীয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী দুপুরের দিকে হঠাৎ করেই বাইরের দিকে থাকা মৌমাছির চাকে চিল এসে ছোঁ মেরে যায় বেশ কয়েকবার। এতেই ক্ষেপে যায় মৌমাছির দল এবং নিচে বসে থাকা রোগের আত্মীয়দের উপর চড়াও হয়। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারজনকে ছেঁকে ধরে মৌমাছির দল এবং তারা চিৎকার করতে শুরু করলে বাকি লোকজন ছুটে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। অবশেষে হাসপাতালে নিয়ে এক কর্মী পিপি কিট পড়ে বাইরে এসে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা করেন। আহতরা সকলেই বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ নাগ জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন হাসপাতালে দশ তলা বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে অনেকগুলি মৌমাছির চাক হয়েছে আগে দুই একবার ভেঙেও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরে আবার নতুন করে এই চাক গুলো তৈরি হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কোন কারণে চাক থেকে মৌমাছি বেরিয়ে কয়েকজন অপেক্ষমান মানুষের উপর হামলা চালায় তাতে তারা আহত হয়েছেন। অবশ্য হাসপাতালে তরফ থেকে দ্রুত তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা পৌর এলাকার জন্য অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন প্রকল্পের সূচনা হল। শুক্রবার বিকেল ৫:৩০ মিনিট নাগাদ দিনহাটা সংহতি ময়দানে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী ও অন্যান্যরা। জানা গেছে দিনহাটা পৌরসভার ১৬ টি ওয়ার্ডে তিনটি ভাগে উক্ত প্রকল্পের সুবিধা পাবে পৌরসভার বাসিন্দারা। মূলত ভারতবর্ষ জুড়ে অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন প্রকল্পে শহরগুলিকে সাহায্য করার জন্য

৬৬,৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শহরগুলিকে জল-নিরাপত্তা এবং স্বনির্ভর করে তোলা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96